২১

প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার

মোজাম্মেল হক

এই অধ্যায়ে সেসব বৈষম্যমূলক নীতিমালা ও এসবের চর্চা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যেগুলো প্রতিবন্ধী মানুষের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, চলাফেরা প্রভৃতি ক্ষেত্রে অসমতা সৃষ্টি করে। প্রতিবন্ধী নারীদের ওপর নির্যাতন ও অপব্যবহার বিষয়ও আলোচিত হয়েছে এই অধ্যায়ে।

আইন ও নীতিগত কাঠামো

প্রতিবন্ধীদের অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ সনদে (সিআরপিডি) অনুস্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ।[১] সমতা ও বৈষম্যহীনতার সাংবিধানিক অঙ্গীকারের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে প্রতিবন্ধীদের অধিকার রক্ষায় সুনির্দিষ্ট আইন হয়েছে। যেমন– প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন ২০০১। সেই সাথে গ্রহণ করা হয়েছে 'জাতীয় প্রতিবন্ধী নীতি ১৯৯৫' এবং 'জাতীয় প্রতিবন্ধী কর্মপরিকল্পনা ২০০৬'। এতদসত্ত্বেও, প্রতিবন্ধীরা নিয়মিতই বহুবিধ আইনি ও বাস্তবিক বৈষম্যের মুখোমুখি হচ্ছে। যেমন– ভোটাধিকার, শিক্ষার সুযোগ, স্বাস্থ্যসেবা ও কর্মসংস্থান প্রভৃতি ক্ষেত্রে বৈষম্য। প্রতিবন্ধীরা স্বাধীনভাবে চলাফেরার ক্ষেত্রে এখনো বাধার সম্মুখীন হচ্ছে এবং

---

১ ১৩ ডিসেম্বর ২০০৬, ৬১তম জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত। ১৮তম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ ৩০ নভেম্বর ২০০৭-এ অনুস্বাক্ষর করে। ৩ মে থেকে সনদ কার্যকর হয়েছে এবং প্রতি দুই বছর অন্তর জাতিসংঘ কমিটির কাছে বাংলাদেশকে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

অনেকে এখনো সহিংসতা ও দুর্ব্যবহারের শিকার হচ্ছে এবং এর বিরুদ্ধে কোনো প্রতিকারও পাচ্ছে না।

রাজনৈতিক অংশগ্রহণ

ভোটার, প্রার্থী এবং প্রচারণায় অংশগ্রহণসহ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণ সীমিত রয়ে গেছে প্রধানত দরিদ্রতা, শিক্ষার অভাব, প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্কহীনতা এবং সহায়তা ও সুযোগের অভাবে। প্রতিবন্ধীদের নিয়ে ধারাবাহিক কর্মতৎপরতার ফলে এ বছর উল্লেখযোগ্য কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে, প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে প্রথমবারের মতো প্রতিবন্ধীদের প্রসঙ্গে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।[২] প্রতিবন্ধীরা যাতে ভোটদানে অংশগ্রহণ করতে পারে সেক্ষেত্রেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে; কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের যে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতার মাপকাঠি নির্ধারণ করেছে, তাতে প্রতিবন্ধীরা পর্যবেক্ষক হিসেবে কাজ করতে পারবে না।

২০০৭ সালে নির্বাচন কমিশন প্রথমবারের মতো ভোটার নিবন্ধন ফর্মে প্রতিবন্ধীদের চিহ্নিত করার জন্য বিধান সংযুক্ত করে। এতে প্রতিবন্ধীদের ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার সুযোগ করে দিলেও লঘু বা মাঝারি ধরনের প্রতিবন্ধিতার ক্ষেত্রে ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত হতে বাধা সৃষ্টি করছে। কারণ নিবন্ধন ফরমে শুধু গুরুতর প্রতিবন্ধীদের বিষয়টি নির্দেশিত হয়েছে। বাস্তব চিত্র হলো, গুরুতর প্রতিবন্ধী, বয়োবৃদ্ধ ও গর্ভবর্তী নারীদের নিবন্ধন কেন্দ্রে আসতে কম দেখা গেছে। নির্বাচন কমিশন এ তথ্য পাওয়ার পর বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ দেয়। কিন্তু ভোটার হওয়ার যোগ্য এরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য না থাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে নিবন্ধনও কার্যত কঠিন হয়ে পড়ে এবং অনেকে ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত হতে ব্যর্থ হয়। এডিডি (অ্যাকশান অন ডিসঅ্যাবিলিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) এবং প্রতিবন্ধী বিষয়ক অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ভোটার হওয়ার যোগ্য প্রতিবন্ধীদের একটি তালিকা তৈরি করে এবং তা নির্বাচন কমিশন ও নিবন্ধন কার্যক্রমে নিয়োজিত নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে প্রদান করে। এতে পরে প্রতিবন্ধীদের নিবন্ধন কিছুটা বৃদ্ধি পায়।

---

২ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অঙ্গীকার করেছে, তারা বিদ্যমান প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইনের সংশোধন করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চাকরি ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের সুযোগ বৃদ্ধিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির প্রতিশ্রুতি হলো– তারা শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, শিশুকল্যাণসহ প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন এবং চাকরি ক্ষেত্রের উন্নয়ন করে প্রতিবন্ধীদের উপযোগী করে তুলবে।

ভোটার নিবন্ধনের পাশাপাশি নির্বাচনী কার্যক্রমে প্রতিবন্ধীদের পূর্ণ অংশ-গ্রহণ নিশ্চিত করতে অন্য আরো কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়া জরুরি ছিল, যাতে তারা প্রার্থী, সমর্থক, প্রচারক, নির্বাচন পর্যবেক্ষক হিসেবে কাজ করতে পারে এবং অবাধে ভোট প্রদান করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়– ৪ আগস্ট ২০০৮, রাজশাহী সিটি করপোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে প্রতিবন্ধীরা ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হয়। কারণ প্রতিবন্ধীদের চাকাযুক্ত বাহনের উপযোগী পথসহ তাদের ব্যবহার যোগ্য ভোট কক্ষ, আলাদা লাইন ইত্যাদির ব্যবস্থা ছিল না। তাছাড়া আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক অসৌজন্যমূলক ও অসংবেদনশীল আচরণ করা হয়, যা প্রতিবন্ধীদের প্রতি ইতিবাচক আচরণ করার যে আইনি বিধান তার পরিষ্কার লঙ্ঘন।[৩]

হিসাব করে দেখা গেছে, ব্যাপক অশিক্ষা, পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব, দারিদ্র্য এবং অসহায়ত্ব প্রভৃতি কারণে প্রায় ৭০ লাখ প্রতিবন্ধী ভোটার তালিকায় নিবন্ধিত হতে বাধার সম্মুখীন হয়েছে। ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ায় প্রতিবন্ধীরা স্থানীয় সরকার ও সরকারের সেবামূলক অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা পাওয়া ও দাবি করার অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়।

শিক্ষার অধিকার

সূত্র মতে, শতকরা মাত্র চার ভাগ প্রতিবন্ধী শিশু যে কোনো ধরনের শিক্ষার সুযোগ পায়।[৪] প্রায় ১৬ লাখ বিদ্যালয় গমনযোগ্য প্রতিবন্ধী শিশু প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। চলমান প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (পিইডিপি-২) শিক্ষা কার্যক্রমে সবাইকে অন্তর্ভুক্তির পরিকল্পনা করলেও তার বাস্তবায়ন সীমিত। উদাহরণস্বরূপ– প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের ক্ষেত্রে সরকারিভাবে প্রতিবন্ধীবান্ধব প্রবেশপথ নির্মাণের কথা বললেও গৃহীত নকশাগুলোতে তা রক্ষা করা হয়নি। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি বলতে সার্বিক উপলব্ধি এখনো প্রবেশপথ নির্মাণেই সীমাবদ্ধ এবং ক্লাসরুমের পরিবেশ, শিক্ষা উপকরণ ও পাঠ্যসূচি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়নি। অর্থাৎ দর্শন, শ্রবণ ও বাকপ্রতিবন্ধী সরকারি পরিকল্পনার বাইরেই থেকে গেল। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের প্রতি সরকারের উদাসীনতার নিশ্চিত

---

৩ ১৯৭২ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ৩১(৭) ধারা মতে '...কোনো ভোটদাতা অন্ধ হলে বা অন্য কোনোভাবে যদি অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে ভোটদানে অক্ষম হয় তাহলে নির্বাচনী কর্মকর্তা এই আদেশের অধীনে করা সম্ভব তার জন্য এমন সাহায্যের ব্যবস্থা করবেন।'

৪ এসটিম (ঊঝঞঊগ) অধ্যয়ন প্রতিবেদন, বাংলাদেশ সরকার।

উদাহরণ হলো, প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার বিষয়টি এখনো 'রুলস্ অব বিজনেসে'র অধীনে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, অথচ হওয়ার কথা ছিল 'প্রাথমিক ও গণশিক্ষা নীতিমালা'র অধীনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক।

স্বাস্থ্যের অধিকার

২০০৭-০৮ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেটে প্রতিবন্ধীদের স্বাস্থ্যসেবার জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ নেই। বাস্তবে জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলো যেমন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং জেলা জেনারেল হাসপাতালগুলো প্রতিবন্ধীদের প্রবেশাধিকার খুবই সীমিত এবং উপরন্তু সেগুলোতে প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ, কৃত্রিম পা লাগানো, এ সংক্রান্ত চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় উপকরণ, থেরাপি বা অনানুষ্ঠানিক পুনর্বাসনের কোনো ব্যবস্থা নেই। বেসরকারি কিছু সংস্থা অবশ্য সীমিতভাবে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ– প্রতিবন্ধীদের প্রতি কাজে এমন স্থানীয় সংস্থার মাধ্যমে এডিডি বেসরকারি ও সরকারি চিকিৎসকদের সাথে সংলাপের আয়োজন করেছে এবং সরকারি হাসপাতালগুলোতে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করেছে এবং বগুড়া ও নাটোর জেলায় ব্যক্তি মালিকানাধীন ক্লিনিকগুলোতে প্রতিবন্ধীদের শতকরা ৪০-৫০ ভাগ কম মূল্যে চিকিৎসা সেবা পাওয়ার ব্যবস্থা করেছে।

চাকরির অধিকার

সাম্প্রতিক একটি পর্যবেক্ষণে[৫] দেখা যায়, অন্যদের তুলনায় এক-চতুর্থাংশেরও কম প্রতিবন্ধী চাকরি করে এবং শতকরা ৮৭ ভাগ প্রতিবন্ধী চাকরিজীবী প্রতিবন্ধী হওয়ার প্রথম বছরেই পূর্ণকালীন চাকরি ত্যাগ করে। এই থেকে এটা পরিষ্কার যে, প্রতিবন্ধীদের চাকরির সুযোগ ও তাদের উপযোগী কাজের পরিবেশ খুবই সীমিত। এই সুযোগ আরো সীমিত হয়ে পড়ে যখন বাংলাদেশ কর্মকমিশন দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের প্রবেশপত্র দিতে ব্যর্থ হয় এবং ২৮তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধীকে পাঠ ও উত্তরদান সহায়ক প্রশ্নপত্র দিতে প্রত্যাখ্যান করে।[৬]

অন্যদিকে ইতিবাচক দিক হলো সরকারের সমাজকল্যাণ বিভাগের কিছু ঋণসুবিধা প্রতিবন্ধীদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে এবং ব্যক্তি উদ্যোগও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কতিপয় উল্লেখযোগ্য সুযোগ তৈরি করেছে। সরকারি কর্মসংস্থান প্রতিবন্ধিত্বের কারণে বৈষম্য হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রকৌশলীকে স্বাস্থ্যগত কারণে সরকারি পদে নিয়োগ না করা কেন প্রতিবন্ধী অ্যাক্ট ২০০৭ -এর 'চ' ধারার ৫ ও ৭ অংশের লঙ্ঘন হবে না– জানতে চেয়ে হাইকোর্ট সরকারের প্রতি রুল জারি করেছ।[৭]

চলাফেরার অধিকার

২০০৮-এ প্রতিবন্ধীদের চলাফেরার প্রতি লক্ষ্য রেখে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো কিছু নতুন পদক্ষেপ নিয়েছে। যেমন– অক্টোবর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং লাইব্রেরি ও বিভিন্ন অনুষদে প্রতিবন্ধীদের উপযোগী প্রবেশপথ নির্মাণাধীন রয়েছে।

---

৫ জে.চৌধুরী, 'ডিস্এবিলিটি এ্যান্ড ক্রনিক পোভার্টি : এ্যান ইমপিরিক্যাল স্টাডি অন বাংলাদেশ', এমফিল থিসিস অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫।

৬ 'সাংবাদিক সম্মেলনে বঞ্চিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা পিএসসির কাছে সুযোগদানের দাবি জানিয়েছে', *আমার দেশ* ও *ইত্তেফাক,* ২১ নভেম্বর ২০০৮।

৭ রিট মামলা নম্বর ২৬৫২/২০০৪। ব্লাস্ট এবং আসক একটি রিট পিটিশন দাখিল করে যেখানে ১৯ এপ্রিল ২০০৬ দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে সহকারী ব্যবস্থাপক (প্রকৌশল) পদে আবেদনকারী একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরেও বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানি লিমিটেড তাকে নিয়োগ না দেয়ার ঘটনাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়।

২০০৭-এ বাস মালিক সমিতি ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সাথে এডিডির সংলাপের ফলাফল হিসেবে রাজশাহী, রংপুর, ফরিদপুর, বগুড়া ও নাটোর জেলায় প্রতিবন্ধীদের জন্য শতকরা ৫০ ভাগ ভাড়া ও সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রংপুর ও রাজশাহী জেলার বাস মালিক সমিতি ও এডিডির যৌথ উদ্যোগে প্রতিবন্ধীদের পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা থেকে মুক্তি

প্রতিবন্ধী নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার ২০০৮ সালেও মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। আদালতে প্রমাণাদি উপস্থাপন করার জন্য প্রতিবন্ধীদের সক্ষম করে তুলতে কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা গ্রহণ করা হয়নি। সারাদেশে প্রতিবন্ধী নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতার ৭০টি মামলা বর্তমানে বিচারাধীন (অধিকাংশ ক্ষেত্রে, অভিযোগ ধর্ষণ বা যৌন হয়রানি)। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তদন্ত ও বিচার কার্যে শিথিলতা এবং সাক্ষীর অভাবে এসব অভিযোগ প্রমাণিত হচ্ছে না। উদাহরণস্বরূপ– নীলফামারীতে একজন বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে এক মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। পুলিশ ও ডাক্তারদের তৎপর ও কার্যকর প্রচেষ্টার পরেও রাষ্ট্র নিয়োজিত আইনজীবীর অবহেলায় অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক কিছুদিন পলাতক থাকার পরে জামিন পেয়ে যায়। তিনি এমনকি জামিন আবেদনের বিরোধিতাও করেননি।

অনুবাদ : এস, এম, রেজাউল করিম